ইচিরিচ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্ধক ও জীবাণুনাশক

বর্ণনা ঃ

ইচিনেসিয়া ভেষজ ওষুধ ব্যবহৃত একটি অন্যতম প্রাচীন উদ্ভিদ। ইচিরিচ ইচিনেসিয়া উদ্ভিদ থেকে তৈরী একক ঔষধ যাতে প্রধান সক্রিয় উপাদান সমূহ অ্যালকামাইড, গ্লাইকোপ্রোটিন, ক্যাফেয়িক এসিড উপজাতক (সিকোরিক এসিড ও ইচিনোসাইড) ও পলিস্যাকারাইড এর উপস্থিতির কারণে ইহা রোগ প্রতিরোধক, জীবাণু নাশক ও ভাইরাস বিরোধী হিসাবে কাজ করে। ইচিনোকোসাইড ও সিকোরিক এসিড কোলাজেনকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। ইচিনেসিয়া পারপুরা ইনফ্লুয়েঞ্জা, হারপিস ও ফোস্কাজনিত ত্বক প্রদাহের জন্য দায়ী ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে। সর্দি-কাশি, শ্বাস-নালির পুরানো সংক্রমণ ও মূত্রনালীর সংক্রমণে সহায়ক চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

উপাদান ঃ

প্রতি ক্যাপসুল এ আছে

ইচিনেসিয়া শুষ্কসার ৪৫০ মিগ্রা

এবং অন্যান্য উপাদান

(সূত্র ঃ ইচিনেসিয়া, বা.জা.ই.ফ)

ইউনানী ঔষধ

রোগ নির্দেশ ঃ

রোগ সংক্রমণ প্রবণতা, সাইনোসাইটিস, সাধারণ সর্দি, মুখ ও গলবিলের প্রদাহ, কাশি, নাসা প্রদাহ, জ্বর, কানের প্রদাহ ও মুত্রনালীর প্রদাহ।

মাত্রা ও সেবনবিধি ঃ

১ টি করে ক্যাপসুল দিনে ২ বার (সর্বোচ্চ ৮ সপ্তাহ) অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও বিরূপ ক্রিয়া ঃ

মাত্রাতিরিক্ত কারণে স্বল্পকালিন জ্বর, বমিভাব, বমি, চর্মউেদ, চুলকানি, মুখের ফোলা, শ্বাসকষ্ট, ঝিঁমুনী এবং রক্তচাপ হ্রাস পেতে দেখা যায় । উচ্চ মাত্রার ইচিরিচ অপরিণত ডিম্বাণুর উপর বিরূপ ক্রিয়া করে ।

সতর্কতা ও প্রতিনির্দেশ ঃ

কেন্দ্রীয় স্নায়ুমন্ডলীর শ্বেতবস্তুর কাঠিন্য, শ্বেতকণিকার সংখ্যাবৃদ্ধি, কোলাজেন ব্যাধি ও এইডস এ ইচিরিচ সেবন নিষিদ্ধ ।

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার ঃ

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ইচিরিচ সেবন নিষিদ্ধ।

পরিবেশনা ঃ

৩x১০ ক্যাপসুল ব্লিষ্টার বক্স।

সংরক্ষণ ঃ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন ।

সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন ।

Neptune

Neptune Laboratories Ltd.

Gazipur-Bangladesh